যুগান্তর

তারিখ : 2 3 JUN 2012
পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৬

বুদ্ধিজীবীদের অভিমত

নীতিমালা করে কোচিংকে বৈধতা দেয়া হল

যুগান্তর রিপোর্ট

কোচিং নিয়ে সরকারের নীতিমালায় হতাশা প্রকাশ করেছেন বুদ্ধিজীবীরা। তারা মনে করেন, এর মাধ্যমে কোচিংকে বৈধতা দেয়া হল। তারা কোচিংকে 'ব্যাধি' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, কোচিং সমাজে ও শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য তৈরি করছে। সামর্থ্যবানরা অর্থের মাধ্যমে বিদ্যা কেনার চেষ্টা করছেন। বিপরীত দিকে বঞ্চিত হচ্ছে অসচ্ছলরা। আর এই দুইয়ের ফাঁকে ক্লাসরুমের পাঠদান নিরুৎসাহিত হচ্ছে। বিশেষ করে নীতিমালা জারির কারণে এখন ক্লাসরুমের পাঠদান নিরুৎসাহিত হবে। কোচিং বাণিজ্যে সবাই জড়িত নয়। কিন্তু এর মাধ্যমে কোচিংকে স্বীকৃতি দেয়া হল। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ে হয় 'বাড়তি ক্লাস' নামক কোচিংয়ের জন্য অপেক্ষা করবে, নতুবা শিক্ষার্থীকে কোন না কোন কোচিংয়ে যেতে হবে। যেখানে সরকার ৩৮ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঠিকমতো পাহারা দিয়ে ক্লাসরুমের পাঠদান নিশ্চিত করতে পারল না, সেখানে পাঁচ লাখ শিক্ষকের বাড়ি পাহারা দেবে কিভাবে। তবে এর

বৈধতা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

বৈধতা : কোচিংকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা প্রয়োজন বলেও মনে করেন কেউ কেউ। কিন্তু এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা কতটা সম্ভব হবে, সে প্রশ্নও করেছেন তারা। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কোচিং নিয়ে জারিকৃত নীতিমালা ও এতে নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপকে 'দুঃখজনক' আখ্যায়িত করেছেন। তিনি যুগান্তরকে বলেন, সরকারের নীতি হল কোচিং তুলে দেয়া। শিক্ষানীতিতে রয়েছে বিষয়টি। সেখানে মন্ত্রণালয় কি করে কোচিং করানোর নীতিমালা করতে পারে? এটা তো সরকারের নিজের নীতিরই বরখেলাপ। তিনি বলেন, এই নীতিমালার মাধ্যমে প্রথমেই ক্লাসরুমের পাঠদান নিরুৎসাহিত হবে। দ্বিতীয়ত কোচিংকে বৈধতা দেয়ার মাধ্যমে ক্লাসরুমের পাঠদান না করানোর ব্যাপারে শিক্ষকরা উৎসাহিত হবেন। কোচিং না করলে ও শিক্ষককে 'চাঁদা' না দিলে শিক্ষার্থী পাস করবে না। সরকার এটা করতে পারে না। কেননা, সরকারের দায়িত্ব ক্লাসরুমের পাঠদান এবং শিক্ষা এমনভাবে নিশ্চিত করা যাতে শিক্ষার্থীর কোচিং তো দূরের কথা, বাড়িতেও যেন পড়তে না হয়। কেননা, আমাদের দুই ধরনের অভিভাবক রয়েছেন। শিক্ষিত অভিভাবকরা ব্যস্ত থাকেন। আর অশিক্ষিত বা কম শিক্ষিতদের তো সন্তানকে নিয়ে বসার সক্ষমতাই নেই। তিনি বলেন, ক্লাসরুমের বিকল্প তো কিছু থাকতে পারে না। তার প্রশ্ন, 'কোচিং বা অতিরিক্ত ক্লাস লাগলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর ক্লাসরুমের কি দরকার। তার মতে, এর মাধ্যমে শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে নেয়া হল। পাশাপাশি সরকারই ক্লাসরুমের পাশাপাশি একটি 'বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠিত করবে। ২০০৪ সালে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, কোচিং, প্রাইভেট আর টিউশনির ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ পর্যবেক্ষণ হল, এর ফলে যারা শিক্ষকের কাছে যায় না, তারা সুবিধা পায় না। যারা শিক্ষকের কাছে কোচিং করে বা প্রাইভেট পড়ে, তারাই কেবল ভালো করছে। এক্ষেত্রে অনেক অনৈতিক ঘটনা ঘটে। নম্বর বাড়িয়ে দেয়া, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে প্রশ্ন ফাঁস করা, শিক্ষার্থীদের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে ফেলে কোচিংয়ে বাধ্য করা ইত্যাদি। এসব করার অধিকার শিক্ষকদের কেউ দেয়নি। এটা গর্হিত কাজ। তিনি বলেন, ক্লাসরুমে পিছিয়ে পড়াদের এগিয়ে নিতে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া যায়। তবে তা হতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসের ভেতরে, ক্লাসটাইমের আগে বা পরে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি নিয়ে। সরকারের এই নীতিটি ভালো। এর ফলে হয়তো অনেক দুর্নীতি দূর হবে। তবে ফি নির্ধারণটা আরও যৌক্তিক পর্যায়ে নেয়া উচিত। তিনি বলেন, কোচিংয়ের নামে বাণিজ্যিক যে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে তা দূর করার দিকটিও নীতিমালায় থাকতে পারে। আরেকটি দিক হল এই যে, নীতিমালা জারির মাধ্যমে কোচিংকে স্বীকার করে নেয়া হল।